||শ্রীঃ||

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী বিরচিত গদ্যত্রয়ম্

[শরণাগতিগদ্য–শ্রীরঙ্গগদ্য–শ্রীবৈকুন্ঠগদ্য]

অন্তু মৌলিক

বাংলাদেশ

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

গদ্যত্রয়ের বিষয় সূচি-

● শরণাগতি গদ্যম্–

১. শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণাগতি।

২. ভগবানের শরণাগতি প্রাপ্তি জন্য শ্রীদেবীর নিকট প্রার্থনা।

৩–৪. লক্ষ্মী দেবীর আশীর্বাদ।

৫.ভগবানের শরণাগতি।

৬.দ্বয়মন্ত্রের স্মরণ।

৭. পাঞ্চরাত্রোক্ত দুইশ্লোক।ভগবানের শরণাগতি ভিন্ন সমস্ত সাধনা ত্যাগ।

৮.পাঞ্চরাত্রোক্ত একশ্লোক।ভগবানকেই উপায় ও উপেয় রূপে গ্রহন।

৯.গীতাক্তো একশ্লোক।ভগবানেই সকল সমন্ধ স্থাপন।

১০.গীতাক্তো একশ্লোক।ভগবানের প্রসন্নার জন্যই শরণাগতি।

১১.পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

১২.কাম্যকর্মে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

১৩.মায়া থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা।

১৪.জ্ঞানীভক্তের ভাব প্রদান করার জন্য প্রার্থনা।

১৫.পরভক্তি প্রদান করার জন্য প্রার্থনা।

১৬.পরভক্তি,পরজ্ঞান ও পরমভক্তি প্রার্থনা।

১৭.নিরন্তর অনুভূতিতে যুক্ত নিত্যকৈঙ্কর্য প্রার্থনা।

১৮.ভগবানের অভিষ্ট দান।

১৯.অভিষ্টসিদ্ধির আশ্বাস দান।

২০.উত্তরকৃত্যের আদেশ।

২১.নিত্যকৈঙ্কর্য দানের আশ্বাস দান।

২২.সংশয়ের নিবারণ।

২৩.নিজ প্রতিজ্ঞার সমর্থন।

২৪.নিজ আদেশের উপসংহার।

২৫.অন্তির স্মৃতির জন্য প্রার্থনা।

● শ্রীরঙ্গগদ্যম্–

১.নিত্যকৈঙ্কর্যের প্রার্থনা।

২.শরণাগতি।

৩.নিত্যকৈঙ্কর্যের প্রার্থনা।

৪.দাস্যভাব প্রার্থনা।

৫.অনন্যপ্রীতির প্রার্থনা।

৬.পরমার্থানুভুতির জন্য প্রার্থনা।

৭.শরণাগতির জন্য প্রার্থনা।

● শ্রীবৈকুন্ঠগদ্যম্–

১.ভগবদ্নুভভের প্রতিজ্ঞা।

২.ভগবানের শরণাগতির উপদেশ।

৩.ভগবত্প্রাপ্তির চিন্তা।

৪.বৈকুন্ঠধামের বর্ননা।

৫.বৈকুন্ঠধামে ভগবানের উপাসনা।

৬.বৈকুন্ঠধামে ভগাবনের সাক্ষাৎকার।

৭.বৈকুন্ঠধামে ভগবানের অনুভব।

ভূমিকা

শ্রীরামানুজ স্বামী রচিত নয়টি গ্রন্থের মধ্যে "গদ্যত্রয়ম্" একটি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ।এই গদ্যত্রয়ে উপায় ও পুরুষার্থ প্রতিপাদন করেছেন।

লক্ষ্মীকাব্য মতে শ্রীরামানুজ স্বামী ফাল্গুনমাসের উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের ব্রহ্মোৎসবের সময় শ্রীরঙ্গধামে ভগবতী শ্রীরঙ্গনায়িকা এবং ভগবান শ্রীরঙ্গনাথের শরণগ্রহণ পূর্বক তাদের সামনেই এই গদ্যত্রয় গান (রচনা) করেন।শরণাগতি গদ্যকে বৃহৎগদ্য,শ্রীরঙ্গগদ্যকে লঘুগদ্য এবং শ্রীবৈকুন্ঠ গদ্যকে মিতগদ্য বলা হয়।শরণাগতি গদ্যে সংবাদ,শ্রীরঙ্গগদ্যে প্রার্থনা এবং শ্রীবৈকুন্ঠ গদ্যে উপদেশ আছে।

গদ্যত্রয়ম্ বঙ্গানুবাদ করার সময় অনেক স্থানেই ভুল হয়েছে।তাই কোথায়ও যদি মূলে সাথে অনুবাদের অসঙ্গতি হয় তাহলে মূলানুসারে তার অর্থ করে পড়ার অনুরোধ রইলো।

গদ্যত্রয়ম্-এর সাথে শ্রীমদ্‌যামুনাচার্যের "গীতার্থ সংগ্রহ" ও "চতুঃশ্লোকী" দেওয়া হলো।

অন্তু মৌলিক

শ্রীঃ।।

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ।।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য বিরচিতে গদ্যত্রয়ম্

||শরণাগতিগদ্যম্||

যো নিত্যমচ্যুতপদাম্বুজযুগ্মরুক্ম -

ব্যামোহতস্তদিতরাণি তৃণায় মেনে ।

অস্মদ্গুরোর্ভগবতোঽস্য দয়ৈকসিন্ধোঃ

রামানুজস্য চরণৌ শরণং প্রপদ্যে ||১

বন্দে বেদান্ত কর্পূর চামীকরকরণ্ডকম্

রামানুজার্যমার্যাণাং চূড়ামণি মহর্নিশম্ ||২

যিনি নিত্যভগবানের যুগল চরণাবিন্দরূপী স্বর্ণের মোহের কারণে তার বিপরীত সমস্তকিছুকেই তৃণের সমান মনে করেন।আমি সেই দয়ার একমাত্র সমুদ্র, আমার গুরুদেব ভগবান শ্রীরামানুজাচার্যের চরণে শরণ গ্রহণ করি।

যিনি বেদান্তরূপী কর্পূরের রক্ষা জন্য স্বর্ণপেটিকার সমান।সেই আচার্যচূড়ামনি রামানুজ আচার্যকে আমি অর্হনিশী বন্দনা করি।

শ্রী রঙ্গনায়িকা রামানুজ সংবাদঃ ||

শ্রী রামানুজঃ – – –

ভগবন্নারায়ণাভিমতানুরূপ স্বরূপরূপ গুণবিভব ঐশ্বর্য

শীলাদ্যনবধিকাতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণাং পদ্মবনালয়াং ভগবতীং

শ্রিয়ং দেবীং নিত্যানপায়িনীং নিরবদ্যাং দেবদেবদিব্যমহিষীম্

অখিলজগন্মাতরম্ অস্মন্মাতরম্ অশরণ্যশরণ্যাম্ অনন্যশরণঃ

শরণমহং প্রপদ্যে ||১

পারমার্থিক ভগবচ্চরণারবিন্দযুগল ঐকান্তিকাত্যন্তিক পরভক্তি পরজ্ঞান

পরমভক্তিকৃত পরিপূর্ণানবরত নিত্যবিশদতম অনন্যপ্রয়োজন

অনবধিকাতিশয়প্রিয় ভগবদনুভবজনিত অনবধিকাতিশয় প্রীতিকারিত

অশেষাবস্থোচিত অশেষশেষতৈকরতিরূপ নিত্যকৈঙ্কর্যপ্রাপ্ত্যপেক্ষয়া

পারমার্থিকী ভগবচ্চরণারবিন্দ শরণাগতিঃ যথাবস্থিতা অবিরতাঽস্তু মে ||২

যিনি ভগবান নারায়ণের অভিমত অনুরূপ স্বরূপ, রূপ, গুণ,বৈভব, ঐশ্বর্য, শীল আদি অসীম,অতিশয় ও অসংখ্য কল্যাণগুণ সমুদয়ের সাথে যুক্ত,যিনি পদ্মবনে বাস করেন, যিনি নিরন্তর ভগবানের সাথে থাকেন, যিনি সমস্ত প্রকার দোষ রহিত, যিনি দেবদেব নারায়ণের দিব্যমহিষী,যিনি অখিলজগতের মাতা,আমার মাতা, সর্বলোক শরণ্য ভগবান নারায়ণও যাকে আশ্রয় দিতে অসমর্থ তাকেও শরণ দানকারী ভগবতী শ্রীদেবীর অনন্যশরণ আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ভগবানের যুগল চরণারবিন্দই পরমার্থ,তার ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক অর্থাৎ নিত্যযুক্ত, পরভক্তি,পরজ্ঞান এবং পরমভক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ, অবিচ্ছিন্ন নিত্য,বিশদতম,অন্য প্রয়োজন রহিত,অসীম, অতিশয় প্রীতিরূপী ভগবদনুভব হয়। এই অনুভবের ফলস্বরূপ অসীম এবং অতিশয় প্রীতির দ্বারা সমস্ত অবস্থার অনুরূপ পরিপূর্ণ শেষভাবাপন্ন প্রীতিরূপ নিত্যকৈঙ্কর্য প্রাপ্ত হয়।এই নিত্যকৈঙ্কর্য আমার জন্য আবশ্যক। এজন্য ভগবানের পাদপদ্মে (আমি) শরনাগত, যা পরমার্থিক এবং আমি যেন নিরন্তর যথাযথ রূপে প্রাপ্ত হই।

শ্রী রঙ্গনায়িকা –

অস্তু তে ।৩

তযৈব সর্বং সংপত্স্যতে ।।৪

।। শ্রী রঙ্গনাথ রামানুজ সংবাদঃ ।।

শ্রী রামানুজঃ – – –

অখিলহেয়প্রত্যনীক কল্যাণৈকতান ! স্বেতর সমস্তবস্তুবিলক্ষণ

অনন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ ! স্বাভিমতানুরূপ একরূপ অচিন্ত্য দিব্যাদ্ভুত

নিত্যনিরবদ্য নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য সৌন্দর্য সৌগন্ধ্য সৌকুমার্য লাবণ্য

যৌবনাদ্যনন্তগুণনিধিদিব্যরূপ !

স্বাভাবিকানবধিকাতিশয জ্ঞানবলৈশ্বর্য বীর্যশক্তি তেজস্সৌশীল্য বাৎসল্য মার্দব আর্জব সৌহার্দ সাম্য কারুণ্য মাধুর্য গাম্ভীর্য ঔদার্য চাতুর্য স্থৈর্য ধৈর্য শৌর্য পরাক্রম সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প কৃতিত্ব কৃতজ্ঞতাদ্যসংখ্যেয কল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণব !

শ্রীরঙ্গনায়িকা বললেন–

তথাস্তু, ভগবানের শরনাগতি তুমি প্রাপ্ত ও। ঐ শরনাগতিতেই তোমার সবকিছু প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

শ্রীরঙ্গনাথ রামানুজ সংবাদ-

শ্রীরামানুজ বললেন–

আপনি সমস্ত হেয়গুণ রহিত, আপনি সমস্ত কল্যাণগুণের আধার,আপনার থেকে ভিন্ন সমস্ত পদার্থ থেকে আপনি বিলক্ষণ,অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দের এক স্বরূপ। আপনার দিব্যরূপ আপনার অভিমত এবং অনুরূপ,একরূপ,অচিন্ত্য,দিব্য,অদ্ভুত,নিত্য,দোষ রহিত,নিরতিশয় উজ্জ্বল,সৌন্দর্য,সৌগন্ধ,সৌকুমার্য, লাবণ্য, যৌবনাদি অনন্ত গুণযুক্ত।

আপনি স্বাভাবিক, অসীম, অতিশয় জ্ঞান,বল,ঐশ্বর্য,বীর্য,শক্তি,তেজ,সৌশীল্য,বাৎসল্য,মার্দব (মৃদুতা) ,আর্জব (ঋজুতা) ,সৌহার্দ্য,সাম্য,কারুণ্য,মাধু

র্য্য, গাম্ভীর্য,ঔদার্য,চাতুর্য, স্থৈর্য, ধৈর্য, শৌর্য, পরাক্রম,সত্যকাম, সত্যসংকল্প,কৃতিত্ব,কৃতজ্ঞতা আদি অসংখ্য কল্যাণ গুণসমূহরূপী জলপ্রবাহের মহাসাগর।

স্বোচিতবিবিধবিচিত্র অনন্তাশ্চর্য নিত্য নিরবদ্য নিরতিশযসুগন্ধ নিরতিশযসুখস্পর্শ নিরতিশয়ৌজ্জ্বল্য কিরীট মকুট চূড়াবতংস

মকরমুণ্ডল গ্রৈবেযক হার কেযূর কটক শ্রীবৎস কৌস্তুভ মুক্তাদাম উদরবন্ধন পীতাম্বর কাঞ্চীগুণ নূপুরাদ্যপরিমিত দিব্যভূষণ !

স্বানুরূপ অচিন্ত্যশক্তি শঙ্খচক্র গদাসি শার্ঙ্গদ্যসংখ্যেয় নিত্যনিরবদ্য নিরতিশয় কল্যাণদিব্যায়ুধ!

স্বাভিমত নিত্যনিরবদ্যানুরূপ

স্বরূপ রূপ গুণ বিভব ঐশ্বর্য শীলাদ্যনবধিকাতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণশ্রীবল্লভ! এবংভূতভূমিনীনায়ক !

স্বচ্ছন্দানুবর্তি স্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদ অশেষশেষতৈকরতিরূপ

নিত্যনিরবদ্যনিরতিশয় জ্ঞানক্রিয়ৈশ্চর্যাদ্যনন্ত কল্যাণগুণগণ শেষ শেষাশন

গরুডপ্রমুখ নানাবিধ অনন্তপরিজন পরিচারিকা পরিচরিত চরণযুগল !

আপনি আপনার যোগ্য বিবিধ,বিচিত্র অনন্ত আশ্চর্যময়,নিত্য,নির্মল,নিরতিশয় সুগন্ধ,নিরতিশয় সুখস্পর্শ,নিরতিশয় উজ্জ্বলযুক্ত কিরীট,মুকুট, কেয়ুর,কটক,শ্রীবৎস চিহ্ন,কৌস্তুভমনি,মুক্তাহার, উদরবন্ধন,পীতাম্বর,কাঞ্চীগুণ,নুপুর আদি অপরিমিত দিব্য ভূষণে ভূষিত।

আপনি আপনার অনুরূপ, অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন শঙ্খ,চক্র,গদা,খড়্গ,শাঙ্গধনুষাদি অসংখ্য,নিত্য, নির্মল,নিরতিশয় কল্যাণময় দিব্য আয়ুধ সম্পন্ন।

আপনি আপনার অভিমত নিত্য,নিরবদ্য অনুরূপ স্বরূপ,রূপ,গুণ,বৈভব,ঐশ্বর্য,শীলাদি অসীম, অতিশয় অসংখ্য কল্যাণ গুণসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীদেবীর প্রিয়।এই বিশ্লেষণ বিভূষিত ভূদেবী ও নীলাদেবীর নায়ক আপনি।

যারা আপনার সংকল্পের অনুগামী তথা অনুরূপ স্বরূপ স্থিতি, প্রবৃত্তি ভেদ সম্পন্ন পূর্ণশেষতা প্রীতিতে যুক্ত তথা নিত্য,নিরবদ্য, নিরতিশয় জ্ঞান ক্রিয়া,ঐশ্বর্য আদি অনন্তকল্যাণ গুণগণ সম্পন্ন শেষ,বিষ্কসেন,গরুড় আদি অনেক প্রকার অনন্ত পরিজন এবং পরিচারিকাগণ আপনার যুগল চরণকমলের সেবা করেন।

পরমযোগিবাঙ্মনসাঽপরিচ্ছেদ্য স্বরূপস্বভাব স্বাভিমত বিবিধবিচিত্রানন্ত ভোগ্য ভোগোপকরণ ভোগস্থানসমৃদ্ধ অনন্তাশ্চর্য অনন্তমহাবিভব অনন্তপরিমাণ নিত্য নিরবদ্য নিরতিশয় শ্রীবৈকুন্ঠনাথ !

স্বসঙ্কল্পানুবিধায়ি স্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তি স্বশেষতৈকস্বভাব প্রকৃতি পুরুষ

কালাত্মক বিবিধ বিচিত্রানন্ত ভোগ্য ভোক্তৃবর্গ ভোগোপকরণ ভোগস্থানরূপ

নিখিলজগদুদয় বিভব লয়লীলা!

সত্যকাম! সত্যসঙ্কল্প ! পরব্রহ্মভূত ! পুরুষোত্তম মহাবিবূতে ! শ্রীমন্! নারায়ণ! বৈকুন্ঠনাথ !

অপার কারুণ্য সৌশীল্য বাত্সল্য ঔদার্য ঐশ্বর্য সৌন্দর্য মহোদধে ! অনালোচিতবিশেষ অশেষলোকশরণ্য ! প্রণতার্তিহর !আশ্রিতবাত্সল্যৈকজলধে!

অনবরতবিদিত নিখিলভূতজাতযাথাত্ম্য!

অশেষচরাচরভূত নিখিলনিয়মননিরত! অশেষচিদচিদ্বস্তু শেষিভূত! নিখিলজগদাধার!

অখিলজগত্স্বামিন্! অস্মত্স্বামিন্! সত্যকাম!

যার স্বরূপ ও স্বভাব পরমযোগীগণের বাক্য ও মনের অতীত, যা আপনার অভিমত বিবিধ, বিচিত্র, অনন্ত ভোগ্য, ভোগোকরণ এবং ভোগস্থান সম্পন্ন। যা অনন্ত আশ্চর্যময়,অনন্ত মহাবৈভব সম্পন্ন, অনন্ত বিস্তারযুক্ত নিত্য নিরবদ্য এবং নিরতিশয় এহেন বৈকুন্ঠের স্বামী আপনি।

যার স্বরূপ,স্থিতি এবং প্রবৃত্তি আপনার সংকল্পানুসার, আপনার শেষ যার স্বভাব,এই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল রূপ বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোগ্য, ভোক্তবর্গ,ভোগোপকরণ এবং ভোগস্থান রূপ সমস্ত জগতকে সৃষ্টি,স্থিতি এবং প্রলয় আপনার লীলা।

আপনি সত্যকাম,সত্যসংকল্প,পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম, মহাবৈভবসম্পন্ন শ্রীমান নারায়ণ ও শ্রীবৈকুন্ঠধামের ঈশ্বর।

আপনি অপার করুণা,সুশীলতা,বৎসলতা, উদারতা,ঐশ্বর্য এবং সুন্দরতার মহাসমুদ্র। গুণবিশেষের বিচার না করেই আপনি সমস্ত জগতকে শরণ প্রদানে প্রস্তুত। শরণাগতের সমস্ত দুঃখ দূরকারী,শরণাগত বাৎসল্যতার একমাত্র সমুদ্র।

আপনার সম্পূর্ণ জগতের যথার্থ স্বরূপের অবিচল জ্ঞান আছে।আপনি সম্পূর্ণ চেতনাচেতন জগতের সমস্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রন করতে যুক্ত।আপনি সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থের শেষী তথা সম্পূর্ণ জগতের আধার।

সত্যসঙ্কল্প! সকলেতরবিলক্ষণ! অর্থিকল্পক! আপত্সখ! শ্রীমন্! নারায়ণ! অশরণ্যশরণ্য! অনন্যশরণঃ ত্বত্পাদারবিন্দযুগলং শরণমহং প্রপদ্যে ||৫

দ্বয়মন্ত্রম্ |৬

“পিতরং মাতরং দারান্ পুত্রান্ বন্ধূন্ সখীন্ গুরূন্ |

রত্নানি ধনধান্যানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ||

সর্বধর্মাশ্চ সংত্যজ্য সর্বকামাংশ্চ সাক্ষরান্ |

লোকবিক্রান্তচরণৌ শরণং তেঽব্রজং বিভো! ||”৭

“ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ গুরুস্ত্বমেব |

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ||৮

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীযান্ |

ন ত্বত্সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্র যেঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ! ||”৯

আপনি সমস্ত জগতের স্বামী,আপনি আমার স্বামী,আপনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।আপনার অতিরিক্ত সমস্ত পদার্থ থেকে আপনি বিলক্ষণ।আপনি যাচকের জন্য কল্পবৃক্ষ,আপতের আপত্তি নাশক।আপনি লক্ষ্মীদেবীর স্বামী নারায়ণ।যাদের কোনো আশ্রয় নেই আপনি তাদের আশ্রয় দানকারী। হে অনন্যশরণ্য আমি আপনার যুগল চরণকমলে শরণগ্রহণ করি।

দ্বয়মন্ত্রের ব্যাখা–

হে বিভো! পিতা,মাতা,পত্নী,পুত্র,বন্ধু,সখা,গুরু,রত্ন, ধন–ধান্য,ক্ষেত্র,গৃহ,সকল ধর্ম অর্থ্যাৎ সমস্ত সাধন ও সাধ্য,তথা আত্মানুভব পর্যন্ত সমস্ত কামনা ত্যাগ করি আপনার চরণে, যাতে সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতাও শরণ নেয়।

হে দেবদেব! আপনি মাতা, আপনি পিতা,আপনি বন্ধু, আপনি গুরু, আপনি বিদ্যা,আপনি ধন,আপনি আমার সর্বস্ব।

হে অপ্রতিম প্রভাবশালী! আপনি এই চরাচর লোকের পিতা, পরমপূজনীয় গুরু,ত্রিলোকে আপনার সমান কেউ নেই,আপনার থেকে বড় কেউ কিভাবে হতে পারে।

“তস্মাত্ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ।।”১০

মনোবাক্যাযৈরনাদিকালপ্রবৃত্ত অনন্ত অকৃত্যকরণ কৃত্যাকরণ ভগবদপচার ভাগবতাপচার অসহ্যাপচাররূপ নানাবিধ অনন্তাপচারান্

আরব্ধকার্যান্ , অনারব্ধকার্যান্ , কৃতান্ , ক্রিয়মাণান্ , করিষ্যমাণাংশ্চ সর্বান্ অশেষতঃ ক্ষমস্ব।১১

অনাদিকালপ্রবৃত্তবিপরীতজ্ঞানং , আত্মবিষযং কৃত্স্নজগদ্বিষযং চ , বিপরীতবৃত্তং চ অশেষবিষয়ং , অদ্যাপি বর্তমানং বর্তিষ্যমাণং চ সর্বং ক্ষমস্ব ।।১২

মদীয়ানাদিকর্মপ্রবাহপ্রবৃত্তাং , ভগবত্স্বরূপতিরোধানকরীং , বিপরীতজ্ঞানজননীং , স্ববিষয়াযাশ্চ ভোগ্যবুদ্ধের্জননীং , দেহেন্দ্রিয়ত্বেন ভোগ্যত্বেন সূক্ষ্মরূপেণ চ অবস্থিতাং , দৈবীং গুণময়ীং মায়াম্ ,

“ দাসভূতঃ শরণাগতোঽস্মি তবাস্মি দাসঃ, ”

ইতি বক্তারং মাং তারয় ।১৩

“তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।।

এজন্য স্তুতি করার যোগ্য সর্বেশ্বর আপনাকে প্রণাম করে শরীরকে চরণে দিয়ে আমি আপনাকে প্রসন্ন করতেছি।হে দেব!যেভাবে পিতা পুত্রের এবং বন্ধু বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা করে।ঐপ্রকারে আপনি আমার প্রেমের বিষয় ও আপনার প্রেমের বিষয়ভূত আমার অপরাধকে ক্ষমা করুন।

মন,বাক্য ও শরীরের দ্বারা অনাদিকাল থেকে আমার করা সমস্ত না করা যোগ্য করা কাজ,করা যোগ্য কাজ না করা,ভগবদপচার,ভাগবতাপচার, অসহ্যাপচার রূপ অনেক প্রকারের অগণিত অপচার, যা এখন তার ফল দেওয়া শুধু করেছে অথবা করেনি।যা করে গেছে, করে যাচ্ছে অথবা করবে তা আপনি বিশেষ রূপে ক্ষমা করুন।

আত্মা তথা সম্পূর্ণ জগতের বিষয়ে যে বিপরীত জ্ঞান আমাতে অনাদিকাল থেকে চলে আসতেছে, স্ববিষয়ক বিপরীত বৃত্ত,পরবিষয়ক বিপরীত বৃত্ত,যা আজও বর্তমান তথা আগেও হতে চলেছে ঐ সব কিছু আপনি ক্ষমা করুন।

আমার অনাদি কর্মপ্রবাহের কারণ যে প্রবৃত্তি হয়েছে,যা ভগবানের স্বরুপ তিরোহিত কারী,বিপরীত জ্ঞানের জননী,আপন বিষয়ে ভোগবুদ্ধি উৎপন্নকারী,দেহ,ইন্দ্রিয়,শব্দাদি গুণ তথা সূক্ষ্ম এই চার রুপে স্থিত এই মায়া থেকে আমাকে উদ্ধার করুন,কারণ–

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ।।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।।”

ইতি শ্লোকত্রয়োদিতজ্ঞানিনং মাং কুরুস্ব ।১৪

” পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ” ,

“ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ”, “মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্”

ইতি স্থানত্রয়োদিতপরভক্তিযুক্তং মাং কুরুস্ব ।১৫

পরভক্তিপরজ্ঞানপরমভক্ত্যেকস্বভাবং মাং কুরুস্ব ।১৬

"আমি আপনার শরণাগত দাস হয়েছি"

এই প্রকার বলে ফেলেছি।

আর্ত,জিজ্ঞাসু,অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চার প্রকার ভক্তের আত্মাকে শেষভূত ও ভগবানকে পরমপ্রাপ্য মান্যকারী জ্ঞানী, যে নিত্যযুক্ত ও যার ভক্তি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হয় সেই শ্রেষ্ঠ।এই চার প্রকার ভক্ত উদার কিন্তু জ্ঞানীতো আমার অন্তরাত্মা।কারণ জ্ঞানী আমাকে পরমপ্রাপ্য মনে করে সর্বদা আমাতেই স্থিত থাকে।অনেক পূণ্যময় জন্মের পরে এমন জ্ঞানীভক্ত আমার শরণগ্রহণ করে থাকে।ভগবান বাসুদেবই আমার প্রাপ্য,প্রাপকাদি সব কিছু।এমন জ্ঞানী মহাত্মা সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ।

উপরিক্ত তিনশ্লোকে যেভাবে জ্ঞানীভক্তের বর্ণন করা হয়েছে সেভাবেই আমাকে জ্ঞানী ভক্ত বানান।

"হে অর্জুন!সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্ত করা যায়।"

"অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমার তত্ব জানা,দেখা ও প্রবেশ করা যায়।"

"সে আমার পরমভক্তি লাভ করে।"

উপরিক্ত তিনস্থানে যে পরমভক্তির নির্দেশ করে গেছেন আমাকে উহার দ্বারা সম্পন্ন করুন।

পরভক্তি,পরজ্ঞান ও পরমভক্তিই যা স্বভাব,আমাকে এমনই করুন।

পরভক্তি পরজ্ঞান পরমভক্তিকৃত পরিপূর্ণানবরত নিত্যবিশদতম অনন্যপ্রয়োজন অনবধিকাতিশয়প্রিয় ভগবদনুভবোঽহং , তথাবিধ

ভগবদনুভবজনিত অনবধিকাতিশয় প্রীতিকারিত অশেষাবস্থোচিত অশেষশেষতৈকরতিরূপ নিত্যকিঙ্করো ভবানি ।১৭

শ্রী রঙ্গনাথঃ – – – –

এবংভূত মত্কৈঙ্কর্যপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া অবক্লৃপ্তসমস্তবস্তুবিহীনোঽপি , অনন্ত

তদ্বিরোধিপাপাক্রান্তোঽপি , অনন্ত মদপচারযুক্তোঽপি , অনন্ত

মদীয়াপচারযুক্তোঽপি , অনন্ত অসহ্যাপচারযুক্তোঽপি ,

এতৎকর্যকারণভূত,

অনাদি বিপরীতাহঙ্কার বিমূঢ়াত্মস্বভাবোঽপি , এতদুভয়কার্যকারণভূত অনাদি বিপরীতবাসনাসংবদ্ধোঽপি , এতদনুগুণ প্রকৃতিবিশেষসংবদ্ধোঽপি ,

এতন্মূল আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক সুখদুঃখ তদ্ধেতু তদিতরোপেক্ষণীয় বিষয়ানুভব জ্ঞানসংকোচরূপ মচ্চরণারবিন্দযুগল একান্তিকাত্যন্তিক পরভক্তি পরজ্ঞান পরমভক্তিবিঘ্নপ্রতিহতোঽপি , যেনকেনাপি প্রকারেণ দ্বয়বক্তা ত্বম্ ,

আমাকে পরভক্তি,পরজ্ঞান এবং পরমভক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করুন।(যেন) অনবরত, নিত্য বিশদতম অন্যপ্রয়োজন রহিত,অসীম,অতিশয় প্রীতি রূপী ভগবদনুভব হয়।ভগবদনুভবের ফলস্বরূপ অসীম ও অতিশয় প্রীতির দ্বারা সমস্ত অবস্থার অনুরূপ পরিপূর্ণ শেষভাবাপন্ন প্রীতিযুক্ত নিত্যদাস হই।

যদ্যপি আমার এই প্রকার কৈঙ্কর্য প্রাপ্তির যে উপায় বলা হয়েছে তুমি ঐ সমস্ত সাধনা রহিত,উহার বিরোধী অনন্ত পাপের দ্বারা আক্রান্ত,অসংখ্য আমার অপচারে যুক্ত,অসংখ্য ভাগবতাপচার সম্পন্ন, অসংখ্য অসহ্যাপচারে যুক্ত।

এই অপচারের কারণ অনাদি বিপরীত অহংকার, যা তোমার স্বভাবকে মূঢ় বানিয়েছে।এই অপচার এবং অহংকারের কারণ হলো অনাদি বিপরীত বাসনা যাতে সংবদ্ধ।এই পাপ,অহংকার ও বাসনার অনুরূপ প্রকৃতিতে তুমি সম্বদ্ধ।এই প্রকৃতি সম্বদ্ধ হওয়ার কারণে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সুখ ও দুঃখ হয়।এই সুখ ও দুঃখের অনুভব, এই সুখদুঃখের হেতুভূত পদার্থের অনুভব

তথা এই পদার্থের অনুভবের জন্য যত সুখ বা দুঃখ না হয় যা উপেক্ষনীয় বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞানের সঙ্কোচন হয়।যে জ্ঞানের সঙ্কোচনে আমার যুগল চরণপদ্মের ঐকান্তিক, আত্যন্তিক, পরভক্তি, পরজ্ঞান এবং পরমভক্তির বিঘ্ন হয়, যা তোমার উপর আঘাত করেছে।কিন্তু তুমি যেকোনো ভাবে দ্বয়মন্ত্রের উচ্চারণ

কেবলং মদীয়য়ৈব দয়য়া , নিশ্শেষবিনষ্ট

সহেতুক মচ্চরণারবিন্দযুগল একান্তিকত্যন্তিক পরভক্তি পরজ্ঞান

পরমভক্তিবিঘ্নঃ , মত্প্রসাদলব্ধ মচ্চরণারবিন্দযুগল একান্তিকাত্যন্তিক

পরভক্তি পরজ্ঞান পরমভক্তিঃ , মত্প্রসাদাদেব সাক্ষাত্কৃত যথাবস্থিত

মত্স্বরূপরূপগুণবিভূতি লীলোপকরণবিস্তারঃ ,

অপরোক্ষসিদ্ধ মন্নিয়াম্যতা

মদ্দাস্যৈকরসাত্মস্বভাবাত্মস্বরূপঃ , মদেকানুভবঃ , মদ্দাস্যৈকপ্রিয়ঃ ,

পরিপূর্ণানবরত নিত্যবিশদতম অনন্যপ্রয়োজন অনবধিকাতিশয়প্রিয়

মদনুভবস্ত্বং তথাবিধ মদনুভবজনিত অনবধিকাতিশয় প্রীতিকারিত

অশেষাবস্থোচিত অশেষশেষতৈকরতিরূপ নিত্যকিংকরো ভব |**১৮**

এবংভূতোঽসি |**১৯**

করে নিয়েছো।

অতএব (এখন) কেবল আমার দয়াতেই আমার পাদপদ্ম যুগলে একান্তিক,আত্যন্তিক, পরভক্তি,পরজ্ঞান ও পরমভক্তির বিঘ্ন আপন কারণের সাথে নষ্ট হবে।

আমার প্রসন্নতার ফলস্বরূপ তোমার আমার পাদপদ্ম যুগলে একান্তিক,আত্যন্তিক, পরভক্তি,পরজ্ঞান ও পরমভক্তি প্রাপ্ত হবে।আমার প্রসন্নতাতেই আমার স্বরূপ, রূপ,গুণ, বিভূতি ও লীলোপকরণের বিস্তার পূর্ণতা স্বাক্ষাৎকার করবে।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ আমার নিয়াম্যতা তথা দাস্যতাই তোমার স্বরূপ।আমার (প্রতি) এমন অনুভব তোমার হবে।আমার প্রতি এক দাস্যভাবে তোমার প্রীতি হবে, পরিপূর্ণ, অবিচ্ছিন্ন, নিত্য বিশদতম,অন্য প্রয়োজন রহিত অসীম,অতিশয় প্রীতি রূপ আমার অনুভব হবে।

এইপ্রকারে অনুভবের ফলস্বরূপ অসীম এবং অতিশয় প্রীতির দ্বারা সমস্ত অবস্থার অনুরূপ পরিপূর্ণ শেষভাবাপন্ন প্রীতিযুক্ত নিত্যদাস হবে।

আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখবিঘ্নগন্ধরহিতস্ত্বং

দ্বয়মর্থানুসন্ধানেন সহ সদৈবং বক্তা যাবচ্ছ রীরপাতং অত্রৈব শ্রীরঙ্গে সুখমাস্ব ।।২০

শরীরপাতসময়ে তু কেবলং মদীয়য়ৈব দয়য়া অতিপ্রবুদ্ধঃ , মামেবাবলোকয়ন্ ,

অপ্রচ্যুত পূর্বসংস্কারমনোরথঃ , জীর্ণমিব বস্ত্রং সুখেন ইমাং প্রকৃতিং স্থূলসূক্ষ্মরূপাং বিসৃজ্য , তদানীমেব মত্প্রসাদলব্ধ মচ্চরণারবিন্দযুগং একান্তিকাত্যন্তিক পরভক্তি পরজ্ঞান পরমভক্তিকৃত পরিপূর্ণানবরত নিত্য বিশদতম অনন্যপ্রয়োজন অনবধিকাতিশয়প্রিয় মদনুভবস্ত্বং তথাবিধ মদনুভবজনিত অনবধিকাতিশয় প্রীতিকারিত অশেষাবস্থোচিত অশেষশেষতৈকরতিরূপ নিত্যকিঙ্করো ভবিষ্যসি ।।২১

মাতেঽভূদত্র সংশয়ঃ ।২২

“অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন ।”

” রামো দ্বির্নাভিভাষতে ।”

” সকৃদেব প্রপন্নায তবাস্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ।।”

তুমি এমনই।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ থেকে হওয়া বিঘ্নের গন্ধও তুমি পাবে না। দ্বয়মন্ত্রের অনুসন্ধানের সাথে সর্বদা উচ্চারণ পূর্বক জীবনের শেষ পর্যন্ত তুমি এই শ্রীরঙ্গধামে সুখে বাস করো।

শরীরপাতের সময় কেবল আমার দয়ায় অত্যন্ত বোধ সম্পন্ন হয়ে আমার দর্শন করতে করতে "ভগবানই আমার পরমপ্রাপ্য" এই শাস্ত্রজন্ম দ্বারা প্রাপ্ত অনুভব-সংস্কারে প্রাপ্ত মনোরথের সাথে জীর্ণবস্ত্রের মতো স্থুল ও সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে সুখে ত্যাগ করে তৎকালে আমার প্রসন্নতার ফলস্বরূপ আমার পাদপদ্ম যুগলে ঐকান্তিক, আত্যন্তিক, পরভক্তি,পরজ্ঞান এবং পরমভক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ অবিচ্ছিন্ন, নিত্য, বিশদতম,অন্যপ্রয়োজন রহিত,অসীম,অতিশয় প্রীতিরূপ আমার অনুভব প্রাপ্ত করে উহার ফলস্বরূপ অসীম,অতিশয় প্রীতির দ্বারা সমস্ত অবস্থার অনুরূপ পরিপূর্ণ শেষভাবাপন্ন প্রীতিযুক্ত নিত্যদাস হবে।

এতে তোমার কোনো প্রকার সংশয় হওয়া উচিত না।

"আমি আগে কখনো অসত্য বলেনি আর না তো পরে কখনো বলবো।"

"রাম দু'প্রকার কথা বলে না।"

" সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ |

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ||"

ইতি ময়ৈব হ্যুক্তম্ |

অতস্ত্বং তব তত্ত্বতো মদ্জ্ঞানদর্শন প্রাপ্তিষু নিস্সংশযঃ সুখমাস্ব ||২৪

অন্ত্যকালে স্মৃতির্যাতু তব কৈঙ্কর্যকারিতা |

তামেনাং ভগবন্নদ্য ক্রিযামাণাং কুরুস্ব মে |২৫

||ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজ বিরচিতে গদ্যত্রয়ে প্র থমং শরণাগতি গদ্যম্||

"যে শরণাগত একবারও 'আমি তোমার' এই বলে আমার দ্বারা রক্ষা যাচনা করে থাকে, তাকে আমি সম্পূর্ণভূতের থেকে নির্ভয় করে দেই।ইহা আমার ব্রত।"

সমস্ত ধর্ম(কর্মযোগ,জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)কে ত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণে আসো।আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।শোক করো না।"

ইহা আমার দ্বারা কথিত হয়ে গেছে।

এজন্য তুমি যথার্থ রূপে আমার জ্ঞান, দর্শন ও প্রাপ্তির বিষয় সংশয় রহিত হয়ে সুখে থাকো।

হে ভগবান! আপনাকে দাস্যের ফলস্বরূপ অন্তকালে যে স্মৃতি হয় তা আমাকে আজকেই প্রদান করুন।

শ্রীভগবদ্রামানুজাচার্যের দ্বারা বিরচিত গদ্যত্রয় প্র থম শ্রীশরণাগতিগদ্যের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ|

||শ্রীরঙ্গগদ্যম্||

চিদচিৎপরতত্বানাং তত্বয়াথার্থ্যবেদিনে ।

রামানুজায় মুনয়ে নমো মম গরীয়সে ॥

স্বাধীন ত্রিবিধ চেতনাচেতন স্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদং, ক্লেশকর্মাদ্যশেষদোষাসংস্পৃষ্টং, স্বাভাবিকানবধিকাতিশয় জ্ঞানবলৈশ্বর্য বীর্য শক্তিতেজস্সৌশীল্য বাৎসল্য মার্দবার্জব সৌহার্দ সাম্য কারুণ্য মাধুর্য গাম্ভীর্য ঔদার্য চাতুর্য স্থৈর্য ধৈর্য শৌর্য পরাক্রম সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প কৃতিত্ব কৃতজ্ঞতাদ্যসঙ্খ্যেয় কল্যাণ গুণগণৌঘমহার্ণবং, পরব্রহ্মভূতং, পুরুষোত্তমং, শ্রীরঙ্গশায়িনং, অস্মৎস্বামিনং,

প্রবুদ্ধনিত্যনিয়াম্য নিত্যদাস্যৈকরসাত্মস্বভাবোঽহং, তদেকানুভবঃ তদেকপ্রিয়ঃ, পরিপূর্ণং ভগবন্তং, বিশদতমানুভবেন নিরন্তরমনুভূয়, তদনুভবজনিতানবধিকাতিশয় প্রীতিকারিতাশেষাবস্থোচিত অশেষশেষতৈকরতিরূপ নিত্যকিঙ্করো ভবানি ॥১

স্বাত্ম নিত্যনিয়াম্য নিত্যদাস্যৈকরসাত্ম স্বভাবানুসন্ধানপূর্বক ভগবদনবধিকাতিশয় স্বাম্যাদ্যখিলগুণগণানুভবজনিত অনবধিকাতিশয় প্রীতিকারিতাশেষাবস্থোচিত অশেষশেষতৈকরতিরূপ নিত্যকৈঙ্কর্য প্রাপ্ত্যুপায়ভূতভক্তি তদুপায় সম্যগ্জ্ঞান তদুপায় সমীচীনক্রিয়া তদনুগুণ সাত্বিকতাস্তিক্যাদি সমস্তাত্মগুণবিহীনঃ,

চিৎ,অচিৎ এবং পরতত্বের যথার্থতত্বকে জ্ঞাত পূজ্যতম রামানুজ মুনিকে নমস্কার করি।

যিনি বদ্ধ মুক্ত এবং নিত্য এইতিন প্রকারে চেতন তথা অচেতন স্বরূপে স্থিতি এবং প্রবৃত্তিকে অধীনে রাখেন, ক্লেশ,কর্ম আদি সমস্তদোষ যাকে স্পর্শ করতে পারে না, স্বাভাবিক,অসীম,অতিশয়,জ্ঞান,বল,ঐশ্বর্য,বীর্য, শক্তি,তেজ সৌশীল্য,বাৎসল্য, সারল্য,সৌহার্দ,সমতা,করুণা,মাধুর্য,গাম্ভীর্য,ঔদার্য,চাতুর্য,স্থৈর্য,ধৈর্য,শৌর্য,পরাক্রম,সত্যকাম,সত্যসংকল্প,উপকারিতা ও কৃতজ্ঞতাদি অসংখ্য কল্যাণগুণসমূহ রূপী জলপ্রবাহের মহাসাগর। যিনি পরমব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম,(সেই) শ্রীরঙ্গধামে শয়নকারী আমার স্বামী।

সেই ভগবানকে নিত্যনিয়াম্যতা ও নিত্যদাস্যতা ভাবনার একান্তই জীবাত্মার স্বভাব।তা ভালো ভাবে জেনে তার অনুভবে থাকা এবং তাকেই প্রিয়তম বলে মনে করে নিত্য বিশদতম অনুভবের দ্বারা সেই পরিপূর্ণ ভগবানকে অনুভব করা। এই অনুভবের দ্বারা অসীম এবং অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত করে তথা এই প্রীতির ফলস্বরূপ সমস্ত অবস্থার অনুরূপ পরিপূর্ণ শেষভাবাপন্ন নিত্যদাস হওয়া।

দুরুত্তরানন্ত তদ্বিপর্যয জ্ঞানক্রিয়ানুগুণানাদি পাপবাসনা মহার্ণবান্তর্নিমগ্নঃ, তিলতৈলবৎ দারুবহ্নিবৎ দুর্বিবেচ ত্রিগুণ ক্ষণক্ষরণস্বভাব অচেতনপ্রকৃতিব্যাপ্তিরূপ দুরত্যয ভগবন্মায়াতিরোহিত স্বপ্রকাশঃ, অনাদ্যবিদ্যাসঞ্চিতানন্তাশক্য বিস্রংসন কর্মপাশপ্রগ্রথিতঃ, অনাগতানন্তকাল সমীক্ষয়াঽপি অদৃষ্টসন্তারোপায়ঃ, নিখিলজন্তুজাত শরণ্য, শ্রীমন্নারায়ণ, তব চরণারবিন্দযুগলং শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ২

এবমবস্থিতস্যাপি অর্থিত্বমাত্রেণ পরমকারুণিকো ভগবান্, স্বানুভবপ্রীত্য উপনীতৈকান্তিকাত্যন্তিক নিত্যকৈঙ্কর্যৈকরতিরূপ নিত্যদাস্যং দাস্যতীতি বিশ্বাসপূর্বকং ভগবন্তং নিত্যকিঙ্করতাং প্রার্থয়ে ॥৩

তবানুভূতিসম্ভূত প্রীতিকারিতদাসতাম্ ।

দেহি মে কৃপয়া নাথ ন জানে গতিমন্যথা ॥৪

সর্বাবস্থোচিতাশেষশেষতৈকরতিস্তব ।

ভবেয়ং পুণ্ডরীকাক্ষ ত্বমেবৈবং কুরুষ্ব মাম্ ॥৫

ভগবানকে নিত্য নিয়াম্যতা ও দাস্য ভাবনার একরসতা জীবাত্মার স্বভাব।এই স্বভাবের অনুসন্ধান (চিন্তন) এর সাথে ভগবানের এই প্রকার অনুভব হওয়া চাই যে "তাদের অসীম এবং অতিশয়

স্বামীত্বাদি গুণসমুহের অসীম অতিশয় প্রীতির প্রদাতা"।এই প্রীতি দ্বারা সমস্ত অবস্থার অনুরূপ পরিপূর্ণ শেষভাবাপন্ন প্রীতিযুক্ত নিত্যদাস্য প্রাপ্ত হয়।এই কৈঙ্কর্য প্রাপ্তির উপায় হলো ভক্তি।ভক্তির কারণ হলো জ্ঞান। সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত করার উপায় হলো সমুচিত ক্রিয়া।এই ক্রিয়া সাধকের স্বাত্বিকতা, আস্তিকতাদি সমস্ত আত্মগুণ সম্পন্ন হলেই সম্ভব হয়।কিন্তু আমি এইসমস্ত গুণরহিত।

এর অতিরিক্ত বিপরীত জ্ঞান ক্রিয়া এবং আত্মগুণের কারণ অনাদি বাসনার পাড়ে যাওয়া অত্যন্ত দুস্তর,আমি এই অনন্ত মহাসাগরে ডুবে আছি।যেপ্রকার তিলে তেল এবং কাষ্ঠে অগ্নি স্থিত থাকে।ঐ প্রকারে আত্মা প্রকৃতিতে স্থিত আছে।এই প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন।এতে সত্ব,রজ ও তমঃ এই তিন গুণই স্থিত।প্রতিক্ষণে ক্ষরণ হওয়াই ইহার স্বভাব যা অচেতন।যা ভগবানের দুর্লদ্ধ মায়া।এর সমন্ধে থাকায় আমার স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রকাশ তিরোহিত হয়ে গেছে।আমি অনাদি অবিদ্যা দ্বারা সঞ্চিত অনন্ত এবং অটুট কর্মপাশে আবদ্ধ হয়েছি।ভবিষ্যৎ অনন্তকালের প্রতিক্ষা করার পরেও আমি

আমার উদ্ধারের কোনো পথ দেখিতেছি না।এ জন্য জীবমাত্রই শরণ প্রদানকারী হে শ্রীমন্নারায়ণ! আমি আপনার যুগল চরণকমলের শরণ গ্রহণ করতেছি।

এই দশায় স্থিত হওয়ার পরে, প্রার্থনা করা মাত্রই পরমকারুণিক ভগবান আপন অনুভবে প্রকট হয়ে প্রীতির দ্বারা উৎপাদিত ঐকান্তিক আত্যন্তিক নিত্য কৈঙ্কর্য বিষয়ক একমাত্র অনুরাগ স্বরূপ নিত্যদাস্য প্রদান করবেই এই বিশ্বাসের সাথে ভগবানের নিত্যকৈঙ্কর্য প্রার্থনা করতেছি।

এবম্ভূততত্ত্বয়াথাত্ম্যাববোধিতদিচ্ছারহিতস্যাপি, এতদুচ্চারণমাত্রাবলম্বনেন, উচ্যমানার্থ পরমার্থনিষ্ঠং মে মনঃ ত্বমেবাদ্যৈব কারয় ॥৬

অপারকরুণাম্বুধে, অনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্য, প্রণতার্তিহর, আশ্রিতবাৎসল্যৈক মহোদধে, অনবরতবিদিত নিখিলভূতজাত যাথাত্ম্য, অশেষচরাচরভূত, নিখিলনিয়মনিরত, অশেষচিদচিদ্বস্তুশেষীভূত, নিখিলজগদাধার, অখিলজগৎস্বামিন্, অস্মৎস্বামিন্, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সকলেতরবিলক্ষণ, অর্থিকল্পক, আপৎসখা, কাকুৎস্থ, শ্রীমন্নারায়ণ, পুরুষোত্তম, শ্রীরঙ্গনাথ, মম নাথ, নমোঽস্তুতে ॥৭

॥ ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে গদ্যত্রয়ে দ্বিতীয় শ্রীরঙ্গগদ্যং সম্পূর্ণম্।।

হে নাথ! আপনার স্বরূপে অনুভবের প্রকট হয়ে প্রীতির দ্বারা উৎপাদিত দাস্যভাব কৃপাপূর্বক আমাকে প্রদান করুন।এর থেকে অতিরিক্ত আমার,অন্য গতি নাই।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি সকল অবস্থায় উচিত সম্পূর্ণ শেষভাব বিয়ষক অনন্য প্রীতিতে যুক্ত হবো,আপনি আমাকে এমন করুন।

এই প্রকার তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং এর জিজ্ঞাসারহিত আমার মনকে এই শরণাগতি উচ্চারণ মাত্রই আপনি আজকেই উচ্যমান অর্থের পরমার্থ সম্পন্ন করুন।

অপারকরুণার সাগর, ব্যক্তি বিশেষের বিচার না করেই সম্পূর্ণ জগতকে শরণ দেওয়া শরণ্য, শরণাগতজনের দুঃখ দূরকারী, শরণাগত বাৎসল্যর একমাত্র মহাসমুদ্র, সম্পূর্ণভূতের যথার্থ স্বরূপের নিরন্তর জ্ঞান সম্পন্ন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প, বিপত্তির একমাত্র সখা,কাকুৎস্থ কুলের গৌরব,শ্রীমন্নারায়ণ, পুরুষোত্তম, শ্রীরঙ্গধামের অধিপতি আমার স্বামী নমস্কার করি।

শ্রীভগবদ্রামানুজাচার্যের দ্বারা বিরচিত গদ্যত্রয়ে দ্বিতীয় শ্রীরঙ্গগদ্যের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

||শ্রীবৈকুন্ঠগদ্যম্||

যামুনার্যসুধাম্ভোধিমবগাহ্য যথামতি ।

আদায় ভক্তিয়োগাখ্যং রত্নং সন্দর্শয়াম্যহম্ ॥১

স্বাধীনত্রিবিধচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদং, ক্লেশকর্মাদ্যশেষদোষাসংস্পৃষ্টং,

স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়-জ্ঞানবলৈশ্বর্যবীর্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবং,

পরমপুরুষং, ভগবন্তং, নারায়ণং, স্বামিত্বেন সুহৃত্ত্বেন গুরুত্বেন চ পরিগৃহ্য

ঐকান্তিকাত্যন্তিকতৎপাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্যৈকমনোরথঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে চ তৎপাদাম্বুজদ্বয়প্রপত্তেরন্যন্ন মে কল্পকোটিসহস্রেণাপি সাধনমস্তীতি মন্বানঃ, তস্যৈব ভগবতো নারায়ণস্যাখিলসত্ত্ব-দয়ৈকসাগরস্যানালোচিতগুণগণাখণ্ডজনানুকূলমর্যাদাশীলবতঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়গুণবত্তয়া দেবতির্যঙ্মনুষ্যাদ্যখিলজন- হৃদয়ানন্দনস্য আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধেঃ ভক্তজনসংশ্লেষৈকভোগস্য নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্যভোগসামগ্রীসমৃদ্ধস্য মহাবিভূতেঃ শ্রীমচ্চরণারবিন্দয়ুগলমনন্যাত্মসঞ্জীবনেন তদ্গতসর্বভাবেন শরণমনুব্রজেৎ ॥ ২

শ্রীযামুনাচার্যরূপী সুধাসাগরে অবগাহন করে আমার বুদ্ধির অনুসারে ভক্তিযোগে অর্থাৎ ভগবদ্নুসন্ধান রূপ রত্ন দেখা যাচ্ছে।

যিনি বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য এই তিনপ্রকার চেতন তথা অচেতনের স্বরূপ,স্থিতি ও প্রবৃত্তিকে আপন অধীনে রাখেন,ক্লেশ,কর্ম আদি সম্পূর্ণ দোষ যাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যিনি স্বাভাবিক, অসীম,অতিশয় জ্ঞান, বল,ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি, তেজ আদি অসংখ্য কল্যাণগুণ সমূহরূপী জলপ্রবাহের মহাসাগর।সেই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণকে স্বামী,সুহৃদ ও গুরু রূপে গ্রহন করি।

(সাধক) তাহার দুই চরণকমলে ঐকান্তিক এবং অত্যান্তিল ভাব সম্পন্ন সেবা করার অভিলাষ করি ও ঐসেবা প্রাপ্তি জরার জন্য ঐ চরণকমলের শরনাগতি |

যিনি সমস্তজীবের প্রতি অহেতুকী দয়ার একমাত্র সাগর, যিনি গুনাগুন বিচার না করেই সকলের অনুকূল এবং অসীম শীলসম্পন্ন,স্বাভাবিক, অসীম,অতিশয় গুন দ্বারা যুক্ত হওয়ার কারণ দেবতা,পশু-

পাখি, মনুষ্য আদি সমস্ত জীবের হৃদয়ে আনন্দ প্রদানকারী, আশ্রিতজনের প্রতি বৎসলতার একমাত্র সমুদ্র, ভক্তজনের সংযোগই যার ভোগ, জ্ঞান,ক্রিয়া,ঐশ্বর্য আদি ভোগ সামগ্রী দ্বারা নিত্যপূর্ণ, যিনি মহাবৈভবশালী সেই শ্রিয়ঃপতি ভগবানের দুই চরণকমলকে অনন্যভাবে আমার জীবনাধার মনে করে শরণগ্রহণ করি।

ততশ্চ প্রত্যহমাত্মোজ্জীবনায়ৈবমনুস্মরেৎ ।৩

চতুর্দশভুবনাত্মকমণ্ডং দশগুণিতোত্তরং চাবরণসপ্তকং সমস্তং কার্যকারণজাতমতীত্য

পরমব্যোমশব্দাভিধেয়ে ব্রহ্মাদীনাং বাঙ্মনসাঽগোচরে শ্রীমতি বৈকুণ্ঠে দিব্যলোকে সনকবিধিশিবাদিভিরপি অচিন্ত্যস্বভাবৈশ্বর্যৈঃ নিত্যসিদ্ধৈরনন্তৈঃ ভগবদানুকূল্যৈকভোগৈঃ দিব্যপুরুষৈঃ মহাত্মভিরাপূরিতে, তেষামপি ইয়ৎপরিমাণমিয়দৈশ্বর্যং ঈদৃশস্বভাবমিতি পরিচ্ছেত্তুময়োগ্যে

দিব্যাবরণশতসহস্রাবৃতে দিব্যকল্পকতরুপশোভিতে দিব্যোদ্যানশতসহস্রকোটিভিরাবৃতে অতিপ্রমাণে দিব্যায়তনে

কস্মিংশ্চিদ্বিচিত্রদিব্যরত্নময়দিব্যাস্থানমণ্ডপে দিব্যরত্নস্তম্ভশতসহস্রকোটিভিরুপশোভিতে দিব্যনানারত্নকৃতস্থলবিচিত্রিতে দিব্যালঙ্কারালঙ্কৃতে

পরিতঃ পতিতৈঃ পতমানৈঃ পাদপস্থৈশ্চ নানাগন্ধবর্ণৈঃ দিব্যপুষ্পৈঃ শোভমানদিব্যপুষ্পোপবনৈরুপশোভিতে,

এরপরে আপন আত্মজীবনের নিমিত্ত প্রতিদিন এই প্রকার স্মরণ করি।

এই ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দভূবন আছে।এর উত্তরোত্তর দশগুণিত সাতভুবন আছে।যেখানে কার্যকারণরূপী জগত আছে।ইহার উপরে বৈকুন্ঠ ধাম।

এর একনাম পরমব্যোম।যা ব্রহ্মা আদির মন ও বাক্যের অগোচর।লক্ষ্মীদেবীর বৈভবের দ্বারা সম্পন্ন সেই বৈকুন্ঠ দিব্যলোক।সেই বৈকুন্ঠধামে এমন অসংখ্য দিব্য মহাত্মা পুরুষের দ্বারা পরিপূর্ণ, যাদের স্বভাব এবং ঐশ্বর্য সনক,ব্রহ্মা,শিব আদিরও অচিন্ত্যনীয়।ভগবানের অনুকূলতাই ঐ দিব্য পুরুষগণের একমাত্র ভোগ।তাদের পরিমাণ অসংখ্য, ঐশ্বর্য অসংখ্য, স্বভাব ঈদৃশ যা বাক্যের দ্বারা নিধারণ করাও অশক্য।

ঐ দিব্যধাম লক্ষ দিব্য আবরণে আবৃত, দিব্য কল্পবৃক্ষে সুশোভিত। শতসহস্রকোটি দিব্য উদ্যানে পরিপূর্ণ।অতিবিস্তৃত।দিব্য আয়তন যুক্ত।

ওইস্থানে একদিব্য আস্থানমন্ডল (সভা ভবন) আছে, যা বিচিত্র এবং রত্নময়।উহা শতসহস্র কোটি দিব্য রত্নময় স্তম্ভের দ্বারা সুশোভিত। উহার ভূমি নানাপ্রকার দিব্যরত্ন জটিত।ঐ সভাভবন দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

অনেকানেক দিব্য উপবনে সুশোভিত, ঐ উপবনে ভাতি ভাতি সুগন্ধযুক্ত রঙবেরঙের দিব্যপুষ্প সুশোভিত। যার ভিতরে কিছু নীচে পড়ে গেছে, কিছু বৃক্ষ থেকে নীচে পড়তেছে তথা কিছু বৃক্ষের ডালেই আছে।

সঙ্কীর্ণপারিজাতাদিকল্পদ্রুমোপশোভিতৈরসঙ্কীর্ণৈশ্চ কৈশ্চিদন্তস্থপুষ্পরত্নাদিনির্মিতদিব্যলীলামন্টপশতসহস্রোপ–শোভিতৈস্সর্বদানুভূয়মানৈরপ্যপূর্ববদাশ্চর্যমাবহদ্ভিঃ ক্রীডাশৈলশতসহস্রৈরলঙ্কৃতৈঃ

কৈশ্চিন্নারায়ণদিব্যলীলাঃসাধারণৈঃ কৈশ্চিৎপদ্মবনালয়া দিব্যলীলাসাধারণৈঃ কৈশ্চিচ্ছুকশারিকাময়ূরকোকিলাদিভিঃ কোমলকূজিতৈরাকুলৈঃ দিব্যোদ্যানশতসহস্রকোটিভিরাবৃতে,

মণিমুক্তাপ্রবালকৃতসোপানৈঃ দিব্যামলামৃতরসোদকৈঃ দিব্যাণ্ডজবরৈরতিরমণীয়দর্শনৈঃ অতিমনোহরমধুরস্বরৈরাকুলৈঃ অন্তস্স্থমুক্তাময়দিব্যক্রীড়াস্থানোপশোভিতৈঃ দিব্যসৌগন্ধিকবাপীশতসহস্রৈঃ দিব্যরাজহংসাবলীবিরাজিতৈরাবৃতে,

নিরস্তাতিশয়নানন্দৈকরসতয়া চানন্ত্যাচ্চ প্রবিষ্টানুন্মাদয়দ্ভিঃ ক্রীডোদ্দেশৈর্বিরাজিতে, তত্র তত্র কৃতদিব্যপুষ্পপর্যঙ্কোপশোভিতে, নানাপুষ্পাসবাস্বাদমত্তভৃঙ্গাবলীভিরুদ্গীয়মানদিব্যগান্ধর্বেণাপূরিতে চন্দনাগুরুকর্পূরদিব্যপুষ্পাবগাহি মন্দানিলাসেব্যমানে,

মধ্যে পুষ্পসঞ্চয়বিচিত্রিতে, মহতি দিব্যযোগপর্যঙ্কে অনন্তভোগিনি,

এই উপবন কোথাও ঘন তথা কোথাও বিরল পারিজাত আদি কল্পবৃক্ষে সুশোভিত। এই উদ্যান পুষ্প,রত্ন আদি নির্মিত লক্ষ দিব্যলীলামন্ডপে সুশোভিত। সর্বদা অনুভব করার পরেও নিত্য নীবনের মতো আশ্চর্যজনক মনে হয়।এই উদ্যান শতসহস্র ক্রীড়াপর্বতের দ্বারা অলঙ্কৃত।

এর ভিতর কিছু নারায়ণের দিব্যলীলার অসাধারণ স্থান,কিছু লক্ষ্মীদেবীর দিব্যলীলার অসাধারণ স্থান। শুক,শারিকা,ময়ূর ও কোকিল আদি দিব্য পক্ষীর কোমল কলবরে ব্যাপ্ত শতসহস্র কোটি দিব্যউদ্যান দ্বারা আস্থানমন্ডপ আবৃত।

লক্ষদিব্য সুগন্ধিযুক্ত ছোটনদী আস্থানমন্ডপকে ঘিরে রেখেছে।এই বাবলিয়া পাড় করার জন্য মনি,মুক্ত ও প্রবাল নির্মিত সিড়ি আছে।উহা দিব্য নির্মল অমৃতরসে ভরা।দিব্যপক্ষী, যারা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, যাদের মধুরস্বর অতিমনোহর।তারা এই বাবলিয়াতে বিদ্যমান থাকে।উহার ভিতর মুক্তাময় দিব্য ক্রীড়াস্থান আছে, যেখানে দিব্য রাজহংসী থাকেন।

আস্থানমন্ডপকে কতগুলো কীড়াস্থল আছে যা সর্বাধিক আনন্দৈকরসস্বভাব এবং অনন্ত হওয়ার কারণে প্রবেশকারীদের আনন্দোন্মাদে উন্মত্ত করে তোলে।আস্থানমন্ডপের বিভিন্নভাগে দিব্য পুষ্পের পর্যঙ্ক শোভামান।নানা প্রকার পুষ্পরসপানকারী ভ্রমরগণ তাদের দিব্যসংগীতের ধ্বনিতে মন্ডপকে পূর্ণ করে।চন্দন,অগুরু,কর্পূর ও দিব্য পুষ্পের সুগন্ধযুক্ত মন্দ মন্দ বায়ু সেবন করার জন্য রয়েছে।

এই আস্থানমন্ডপের মধ্যে অনন্তশেষ বিরাজিত।তার অঙ্কে মহান দিব্যযোগপর্যঙ্ক,যা পুষ্পরাশি সঞ্চয়ে বিত্রিচরূপে সুশোভিত।

শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠৈশ্বর্যাদি দিব্যলোকমাত্মকান্ত্যা বিশ্বমাপ্যায়যন্ত্যা শেষশেষাশনাদি সর্বং পরিজনং ভগবতস্তত্তদবস্থোচিতপরিচর্যায়ামাজ্ঞাপয়ন্ত্যা, শীলরূপগুণবিলাসাদিভিরাত্মানুরূপয়া শ্রিয়া সহাসীনং,

প্রত্যগ্রোন্মীলিতসরসিজসদৃশনয়নয়ুগলং, স্বচ্ছনীলজীমূতসঙ্কাশং অত্যুজ্বলপীতবাসসং স্বয়া প্রভয়াঽতিনির্মলয়াঽতিশীতলয়াঽতিকোমলয়া স্বচ্ছমাণিক্যাভয়া কৃৎস্নং জগদ্ভাবয়ন্তং

প্রবুদ্ধমুগ্ধাম্বুজচারুলোচনং, সবিভ্রমভ্রূলতমুজ্বলাধরং।

শুচিস্মিতং, কোমলগণ্ডমুন্নসং.......।।

অচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যযৌবনস্বভাবলাবণ্যময়ামৃতসাগরং, অতিসৌকুমার্যাদীষৎপ্রস্বিন্নবদালক্ষ্যমাণললাটফলক–দিব্যালকাবলীবিরাজিতং,

উদগ্রপীনাংসবিলম্বিকুণ্ডলালকাবলীবন্ধুরকম্বুকন্ধরং,। প্রিয়াবতংসোৎপলকর্ণভূষণশ্লথালকাবন্ধবিমর্দশংসিভিঃ।।

চতুর্ভিরাজানুবিলম্বিভির্ভুজৈর্বিরাজিতং,

অতিকোমল দিব্যরেখালঙ্কৃতাতাম্রকরতলং, দিব্যাঙ্গুলীয়কবিরাজিতং,

তার উপর ভগবান শ্রীদেবীর সঙ্গে বিরাজমান। শ্রীদেবীর শীল,রূপ,গুণ,বিলাস আদি ভগবানের অনুরূপ।শ্রীদেবী নিজ অঙ্গকান্তিতে শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠ, ঐশ্বর্য আদি যুক্ত দিব্যলোক তথা সমগ্রবিশ্বকে আপ্লাবিত করেন ও শেষ,বিষ্কসেন আদি সমস্ত পরিজনদের ভগবানের সর্বাবস্থার অনুরূপ সেবা করার আজ্ঞা করে থাকেন।

ভগবানের দুই নয়ন সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের সমান। তার বিগ্রহ নির্মল শ্যাম মেঘের সমান,তিনি অত্যন্ত উজ্বল পীতবস্ত্র ধারণকারী।তিনি সমগ্র বিশ্বকে অত্যন্ত নির্মল, অত্যন্ত শীতল,অত্যন্ত কোমল স্বচ্ছ মানিক্যের আভা দ্বারা আলোকিত করেন।

তিনি অচিন্ত্য,অদ্ভুত, নিত্যযৌবন,স্বভাব এবং লাবণ্যময় অমৃতের সাগর। অত্যন্ত কোমলতার কারণে তার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা যাচ্ছে এবং ললাটে দিব্য অলোকাবলী বিরাজিত।

ভগবানের নয়ন কোমল কমলের সমান সুন্দর, তার ভ্রূলতা বিভ্রম বিলাসে যুক্ত, তার অধর উজ্জ্বল,তার হাস্য পবিত্র, তার কপোল কোমল,তার নাসিকা উঁচু,.............।

উঁচু এবং মাংসল কাঁধের উপর অলকাবলী এবং ঝুলন্ত কুণ্ডলের কারণের ভগবানের শঙ্খসদৃশ কন্ঠ সুন্দর দেখাচ্ছে।শ্রীদেবীর অবতংস,মস্তকস্থ উৎপল,কুণ্ডল,শিথিল অলকাবলী বিমর্দন কারী আজানুলম্বিত হস্তচতুষ্টয়ে শোভিত। তার হাত অত্যন্ত কোমল,দিব্যরেখায় অলঙ্কৃত এবং করতল রক্তবর্ণ।তার অঙ্গুলীগুলো দিব্য অঙ্গুরীয় শোভিত।

অতিকোমলদিব্যনখাবলীবিরাজিতমতিরক্তাঙ্গুলীভিরলঙ্কৃতং,তৎক্ষণোন্মীলিতপুণ্ডরীকসদৃশচরণযুগলমতিমনোহর কিরীটমকুটচূড়াবতংস- মকরকুণ্ডলগ্রৈবেয়কহারকেয়ূরকটকশ্রীবৎসকৌস্তুভমুক্তাদামোদরবন্ধন- পীতাম্বরকাঞ্চীগুণনূপুরাদিভিরত্যন্তসুখস্পর্শৈর্দিব্য- গন্ধৈর্ভূষণৈর্ভূষিতং, শ্রীমত্যা বৈজয়ন্ত্যা বনমালয়া বিরাজতং, শঙ্খচক্রগদাসিশার্ঙ্গাদিদিব্যায়ুধৈঃ সেব্যমানং,

স্বসঙ্কল্পমাত্রাবকৢপ্তজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসাদিকে শ্রীমতি বিষ্কসেনে ন্যস্তসমস্তাত্মৈশ্বর্যং,

বৈনতেয়াদিভিঃ স্বভাবতো নিরস্তসমস্তসাংসারিকস্বভাবৈঃ ভগবৎপরিচর্যাকরণ- যোগ্যৈর্ভগবৎপরিচর্যৈকভোগৈঃ নিত্যসিদ্ধৈরনন্তৈর্যথাযোগং সেব্যমানম্,

আত্মভোগেনানুসংহিতপরাদিকালং, দিব্যামলকোমলাবলোকনেন বিশ্বমাহ্লাদয়ন্তম্,

ইষদুন্মীলিত-মুখাম্বুজোদরবিনির্গতেন দিব্যাননারবিন্দশোভাজননেন দিব্যগাম্ভীর্যৌদার্যসৌন্দর্যমাধুর্যাদ্যনবধিকগুণগণবিভূষিতেন অতিমনোহরদিব্যভাবগর্ভেণ দিব্যলীলালাপামৃতেন অখিলজনহৃদয়ান্তরাণ্যাপূরয়ন্তং ভগবন্তং নারায়ণং ধ্যানযোগেন দৃষ্ট্বা

দিব্য নখযুক্ত সুশোভিত অত্যন্ত কোমল অঙ্গুলিসমূহ তার করকমলকে অলঙ্কৃত করেছে।সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় তার চরণযুগল,তিনি অত্যন্ত মনোহর কিরীট, মুকুট,চূড়ামনি,মকর কুণ্ডল,কন্ঠহার,কেয়ুর,কটক,শ্রীবৎস,কৌস্তুভ, মুক্তাদাম,কটিবন্ধ,পীতাম্বর, কাঞ্চীসূত্র ও নূপুর আদি অত্যন্ত সুখস্পর্শ দিব্যগন্ধযুক্ত আভূষণে বিভূষিত।শ্রীমতী বৈজয়ন্তী বনমালা সুশোভিত। শঙ্খ,চক্র,গদা,শার্ঙ্গধনুষ আদি দিব্য আয়ুধ তার সেবায় উপস্থিত থাকেন।

নিজ সংকল্পমাত্রই সম্পন্ন হওয়া সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার আদি জন্য তিনি আপন ঐশ্বর্য শ্রীমান বিষ্কসেনকে সমর্পন করেছেন।

যার ভিতর স্বভাবতই সমস্ত সাংসারিক ভাব অনুপস্থিত,যিনি ভগবানের সেবা করা যোগ্য তথা ভগবানের সেবা করাই যার একমাত্র ভোগ, সেই গরুড় আদি নিত্য সিদ্ধ অসংখ্য পার্ষদ যথাবসর ভগবানের সেবায় যুক্ত আছেন।

যার আত্মভোগকে কালের সীমাও সীমিত করতে পারে না, সেই ভগবান তার দিব্য নির্মল ও কোমল দৃষ্টি দ্বারা বিশ্বকে আহ্লাদিত করেন।

তার ঈষৎ উন্মিলিত মুখপদ্ম থেকে নির্গত দিব্য অমৃতময় বচন, দিব্যমূখপদ্মের শোভা বাড়াচ্ছে। তিনি দিব্য গাম্ভীর্য,ঔদার্য,সৌন্দর্য, মাধুর্য্য আদি গুণসমুদয়ে বিভূষিত, অত্যন্ত মনোহর ভাবযুক্ত, সকললোকের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণকারী,সেই ভগবান নারায়ণকে ধ্যানযোগের দ্বারা দর্শন করো।

ততো ভগবতো নিত্যস্বাম্যমাত্মনো নিত্যদাস্যং চ যথাবস্থিতমনুসন্ধায়

কদাহং ভগবন্তং নারায়ণং মম কুলনাথং মম কুলদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম মাতরং মম পিতরং মম সর্বং সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষূষা । কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়ং শিরসা সঙ্গ্রহীষ্যামি । কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়ং পরিচর্যাঽঽশয়া নিরস্তসমস্তেতর– ভোগাশোঽপগতসমস্তসাংসারিকস্বভাবঃ তৎপাদাম্বুজদ্বয়ং প্রবেক্ষ্যামি ।

কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়ং পরিচর্যাকরণয়োগ্যঃ তৎপাদৌ পরিচরিষ্যামি ।

কদা মাং ভগবান্ স্বকীয়যাঽতিশীতলয়া দৃশাঽবলোক্য স্নিগ্ধগম্ভীরমধুরয়া গিরা পরিচর্যায়াং আজ্ঞা পয়িষ্যতি|

ইতি ভগবৎপরিচর্যায়ামাশাং বর্ধয়িত্বা তয়ৈবাশয়া তৎপ্রসাদোপবৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেত্য দূরাদেব ভগবন্তং শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং বৈনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং

"সমস্তপরিবারায় শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ"

ভগবানের নিত্যস্বামিত্ব তথা নিজের নিত্যদাস্যত্ব যথাযথভাবে অনুসন্ধান করো এই প্রকার অভিলাষ করে–

আমি কবে ভগবান নারায়ণের যিনি আমার কুলের নাথ, আমার কুলের দেবতা, আমার কুলের ধন। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার সর্বস্ব,তাকে কবে আমার নয়ন দ্বারা দর্শন করবো?

আমি কবে ভগবানর যুগল পাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করবো?

আমি কবে ভগবানের দুই চরণকমলের পরিচর্যা করার আশায় আশায় সমস্ত ইতর পদার্থ ভোগের আশা ত্যাগ করতে পারবো?

সমস্ত সাংসারিক ভাব থেকে নিবৃত্ত হতে পারবো তথা ভগবানের যুগল পাদপদ্মে প্রবেশ করতে পারবো?

আমি কবে ভগবানের দুই চরণকমলের পরিচর্যা করার যোগ্য হয়ে তথা ভগবানকেই নিজের ভোগ্য মনে করে তার পরিচর্যায় রত থাকবো?

কবে ভগবান তার অতিশীতল দৃষ্টি দ্বারা আমাকে দেখে স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মধুর বাক্যে তার সেবা করার জন্য আমাকে আজ্ঞা করবেন?

ইতি প্রণম্যোত্থায়োত্থায় পুনঃ পুনঃ প্রণম্য অত্যন্ত সাধ্বসবিনয়াবনতো ভূত্বা ভগবৎপারিষদগণনায়কৈর্দ্বারপালৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্ভয়া দৃশাঽবলোকিতঃ সম্যগভিবন্দিতৈঃ তৈস্তৈরেবানুমতো ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ

ভগবান! মাং ঐকান্তিকাত্যন্তিকপরিচর্যাকরণায় পরিগৃহ্ণীষ্বেতি যাচমানঃ প্রণম্যাত্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ।৪

ততো ভগবতা স্বয়মেবাত্মসঞ্জীবনেন মর্যাদাশীলবতা অতিপ্রেমান্বিতেনাবলোকনেনাবলোক্য সর্বদেশসর্বকাল–সর্বাবস্থোচিতাত্যন্তশেষভাবায় স্বীকৃতোঽনুজ্ঞাতশ্চ অত্যন্তসাধ্বসবিনয়াবনতঃ কিঙ্কুর্বাণঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভগবন্তমুপাসীত ।৫

ততশ্চানুভূয়মানভাববিশেষঃ নিরতিশয়প্রীত্যাঽন্যৎকিঞ্চিৎ কর্তুং দ্রষ্টুং স্মর্তুমশক্তঃ পুনরপি শেষভাবমেব যাচমানো ভগবন্তমেব অবিচ্ছিন্নস্রোতোরূপেণাবলোকয়ন্নাসীত ।৬

এই প্রকার ভগবানের সেবা করার আশা জাগিয়ে সেই আশার মাধ্যমেই ভগবানের প্রসন্নতার ফলস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত করে, দূর থেকেই শেষপর্যঙ্কে ভগাবনকে লক্ষ্মীসহিত বিরাজমান ও গরুড় আদি পার্ষদের দ্বারা সেবিত সমস্ত পরিবার ও শ্রীদেবীর সহিত নারায়ণকে নমস্কার।

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।অত্যন্ত ভয় ও বিনয়ের সাথে ভগবানের পার্ষদ,নায়ক এবং স্নেহগর্ভিত দৃষ্টি দিয়ে দেখে তথা যথাযথ ভাবে প্রণাম পূর্বক তাদের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের নিকট পৌঁছে।তারপর মূলমন্ত্রের দ্বারা–

"হে ভগবান! আমাকে আপনার ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক সেবার জন্য গ্রহণ করুন।" এই প্রার্থনা পূর্বক প্রণাম করে নিজেকে ভগবানের প্রতি নিবেদন করা।এরপরে ভগবান স্বয়ংই আত্মার

জীবনদানকারী অসীম শীল ও অত্যন্ত প্রেমময়ী দৃষ্টিতে দেখে সর্বদেশিক,সর্বকালিক এবং সর্বাবস্থার অনুরূপ অত্যন্ত শেষ ভাবের নিমিত্ত স্বীকার করেন।ভগবানের অনুমতি প্রাপ্ত করে অত্যন্ত ভয় ও বিনয়ের সাথে অবনত হয়ে তথা "এখন কী করণীয়" তা চিন্তা পূর্বক করজোড় করে ভগবানের উপাসনা করা।

এরপরে বিশেষ ভাবের সাথে ভগবানকে অনুসন্ধান করার সময় নিরতিশয় প্রেমের কারণে অন্য কিছু করতে,দেখতে বা স্মরণ করার অসমর্থতার অনুভব করা এবং শেষভাবকে প্রার্থনার সময় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপী দৃষ্টির দ্বারা ভগবানকেই দেখতে থাকা।

ততো ভগবতা স্বয়মেবাত্মসঞ্জীবনেনাবলোকনেনাবলোক্য সস্মিতমাহূয় সমস্তক্লেশাপহং নিরতিশয়সুখাবহমাত্মীয়ং শ্রীমৎপাদারবিন্দযুগলং শিরসি কৃতং ধ্যাত্বাঽমৃতসাগরান্তঃ নিমগ্নসর্বাবয়বঃ সুখমাসীত ॥৭

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে গদ্যত্রয়ে তৃতীয় শ্রীবৈকুন্ঠগদ্যং সম্পূর্ণম্ ॥

এরপরে ভগবানই স্বয়ং আত্মজীবনদানকারী দৃষ্টি দ্বারা দেখে মৃদুমন্দ হাস্যসহিত ডেকে সমস্ত ক্লেশ দূরকারী ও নিরতিশয় সুখ প্রদানকারী তার যুগল চরণাবিন্দকে আমার মস্তকে রাখতেছেন এইপ্রকার ধ্যান করে আনন্দামৃগ মহাসাগরে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে সুখ অনুভব করা।

শ্রীভগবদ্রামানুজাচার্য বিরচিত গদ্যত্রয়ের তৃতীয় শ্রীবৈকুন্ঠগদ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

গদ্যত্রয়ম্ সম্পূর্ণম্

||গীতার্থ সংগ্রহ||

(শ্রীযমুনাচার্য বিরচিতম্)

স্বধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যসাধ্যভক্ত্যেকগোচরঃ ।

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম গীতাশাস্ত্রে সমীরিতঃ ॥ ১॥

শাস্ত্রোক্ত ভগবচ্ছেষত্বপ্রযুক্ত বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম পালনরূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর বৈরাগ্যের দ্বারা সিদ্ধ যে ভক্তি,তাদৃশ কেবল একমাত্র ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত পরঃব্রহ্ম ভগবান শ্রীমন্নারায়ণকেই গীতাশাস্ত্রে সমস্ত প্রকারে প্রতিপাদিত করা হয়েছে।

জ্ঞানকর্মাত্মিকে নিষ্ঠে যোগলক্ষ্যে সুসংস্কৃতে ।

আত্মানুভূতিসিদ্ধ্যর্থে পূর্বষট্কেন চোদিতে ॥ ২॥

মধ্যমে ভগবত্তত্ত্বযাথাত্ম্যাবাপ্তিসিদ্ধয়ে ।

জ্ঞানকর্মাভিনির্বর্ত্যো ভক্তিযোগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩॥

প্রধানপুরুষব্যক্তসর্বেশ্বরবিবেচনম্ ।

কর্মধীর্ভক্তিরিত্যাদিঃ পূর্বশেষোঽন্তিমোদিতঃ ॥ ৪॥

ইহার প্রথম ষটকে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞান ও কর্ম নিষ্ঠারূপ যোগদ্বয়,মধ্যম ষটকে ভগবত্তত্ত্বের যথাত্ম জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞান, কর্ম সংসাধিত ভক্তিযোগ, অন্তিম ষটকে প্রকৃতি,পুরুষ ও জগৎ এই তিনের বিচারসহ কর্মজ্ঞান এবং ভক্তি যোগ সমালোচিত হইয়াছে।

অস্থানস্নেহকারুণ্যধর্মাধর্মধিয়াকুলম্ ।

পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্ ॥ ৫॥

গীতাশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে,অনুপুযুক্ত স্থলে স্নেন ও কারুণ্য প্রাণোদিত ধর্মাধর্ম বিনির্ণায়ার্থ ব্যাকুলিত হৃদয়ে শরণাগত অর্জুনকে উদ্দেশ্য করিয়া এই শাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

নিত্যাত্মাসঙ্গকর্মেহাগোচরা সাঙ্খ্যযোগধীঃ ।

দ্বিতীয়ে স্থিতধীলক্ষা প্রোক্তা তন্মোহশান্তয়ে ॥ ৬॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের মোহ শান্তির নিমিত্ত প্রথমত আত্মার নিত্যত্ব এবং নিষ্কাম কর্মরূপ সাংখ্যযোগ, পরে স্থিতধী লক্ষণ প্রকীর্তিত হইয়াছে।

অসক্ত্যা লোকরক্ষায়ৈ গুণেষ্বারোপ্য কর্তৃতাম্ ।

সর্বেশ্বরে বা ন্যস্যোক্তা তৃতীয়ে কর্মকার্যতা ॥ ৭॥

আসক্তিশূণ্য লোক সংগ্রহের নিমিত্ত সত্ত্বাদিগুণে অথবা সর্ব্বেশ্বর নারায়ণে কার্যের কর্তৃত্ব আরোপিত করিয়া কর্ম করিবে।ঈদৃশ কর্মযোগের বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে সর্ব্বেশ্বর ভগবান কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাৎস্বস্বভাবোক্তিঃ কর্মণোঽকর্মতাস্য চ ।

ভেদা জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং চতুর্থাধ্যায় উচ্যতে ॥ ৮॥

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান প্রসঙ্গত স্বকীয় স্বভাব কর্মের অকর্মতা,ভেদ বিষয়ক অজ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছে।

কর্ময়োগস্য সৌকর্যং শৈঘ্রয়ং কাশ্চন তদ্বিধাঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকারশ্চ পঞ্চমাধ্যায় উচ্যতে ॥ ৯॥

কর্মযোগের সহজস্বাধ্যতা শীঘ্র ফল প্রদায়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকার পঞ্চমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

যোগাভ্যাসবিধির্যোগী চতুর্ধা যোগসাধনম্ ।

যোগসিদ্ধিস্স্বয়োগস্য পারম্যং ষষ্ঠ উচ্যতে ॥ ১০॥

যোগাভ্যাসের বিধি,যোগী,চার প্রকার যোগসাধন যোগসিদ্ধি এবং আত্মযোগের শ্রেষ্ঠতা ষষ্ঠাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

স্বয়াথাত্ম্যং প্রকৃত্যাস্য তিরোধিশ্শরণাগতিঃ ।

ভক্তভেদঃ প্রবুদ্ধস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সপ্তম উচ্যতে ॥ ১১॥

শরণাগত মানবগন ভগবানের যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন।ভক্তের ভেদ ও জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্বা সপ্তম অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইলো।

ঐশ্বর্যাক্ষরয়াথাত্ম্যভগবচ্চরণার্থিনাম্ ।

বেদ্যোপাদেয়ভাবানামষ্টমে ভেদ উচ্যতে ॥ ১২॥

শ্রীভগবানের চরণ লোলুপগণের ঐশ্বর্য ও অক্ষর যথাত্মা পরিজ্ঞান এবং বেদ্য ও উপাদেয় ভাবের প্রভেদ অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

স্বমাহাত্ম্যং মনুষ্যৎবে পরৎবং চ মহাত্মনাম্ ।

বিশেষো নবমে যোগো ভক্তিরূপঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৩॥

মনুষ্যরূপে স্বকীয় মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভক্তিযোগের বিষয় বিশেষ রূপে নবমাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

স্বকল্যাণগুণানন্ত্যকৃৎস্নস্বাধীনতামতিঃ ।

ভক্ত্যুৎপত্তিবিবৃধ্দ্যর্থা বিস্তীর্ণা দশমোদিতা ॥ ১৪॥

ভক্ত্যৎপত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বকীয় অনন্ত কল্যাণগুণ এবং সর্ব্ব বিষয়ে স্বকীয় স্বাধীন বুদ্ধির বিষয় বিস্তীর্ন রূপে দশমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

একাদশে স্বয়াথাত্ম্যসাক্ষাৎকারাবলোকনম্ ।

দত্তমুক্তং বিদিপ্রাপ্ত্যোর্ভক্ত্যেকোপায়তা তথা ॥ ১৫॥

একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তিলাভের পক্ষে ভক্তিই একমাত্র উপায়, ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্তৈশ্রৈষ্ঠ্যমুপায়োক্তিরশক্তস্যাত্মনিষ্ঠতা ।

তৎপ্রকারাস্ত্বতিপ্রীতির্ভক্তে দ্বাদশ উচ্যতে ॥ ১৬॥

ভক্তি অতিশীঘ্রই মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।যাহারা ভক্তিরূপ অনুষ্ঠানে অশক্ত তাহাদিগের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা অবলম্বনীয়।সেই ভক্তি অতি প্রীতিলক্ষণা ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

দেহস্বরূপমাত্মাপ্তিহেতুরাত্মবিশোধনম্ ।

বন্ধহেতুর্বি বেকশ্চ ত্রয়োদশ উদীর্যতে ॥ ১৭॥

দেহের স্বরূপ, আত্মপ্রাপ্তির হেতু, আত্ম-বিশোধন,বন্ধহেতুর বিবেক এই সকল তত্ব এয়োদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

গুণবন্ধবিধা তেষাং কর্তৃৎবং তন্নিবর্তনম্ ।

গতিত্রয়স্বমূলৎবং চতুর্দশ উদীর্যতে ॥ ১৮॥

বন্ধনের হেতুভূত বলিয়া গুণসমূহের কতৃত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।তাহাদিগকে নিবৃতি করিতে পারিলে গতিত্রয়সহ স্বকীয় মূলেরও নিবৃত্তি হয়।ইহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অচিন্মিশ্রাদ্বিশুদ্ধাচ্চ চেতনাৎপুরুষোত্তমঃ ।

ব্যাপনাদ্ভরণাৎস্বাম্যদন্যঃ পঞ্চদশোদিতঃ ॥ ১৯॥

জড় চৈতন্য এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য এতদুভয় হইতে সৃষ্টপদার্থের মধ্যে সর্ব্বব্যাপত্ব হেতু,সর্ব্ব পালকত্ব হেতু এবং সর্ব্বস্বামিত্ব হেতু পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র, এই তত্ব পঞ্চাদশাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দেবাসুরবিভগোক্তিপূর্বিকা শাস্ত্রবশ্যতা ।

তত্ত্বানুষ্ঠানবিজ্ঞানস্থেম্নে ষোড়শ উচ্যতে ॥ ২০॥

দৈব এবং আসুর সম্পৎ বিভাগের দ্বারা শাস্ত্রবশ্যতা এবং তদুপদেশ সমূহের বিজ্ঞান, ইহাই ষোড়শাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

অশাস্ত্রমাসুরং কৃৎস্নং শাস্ত্রীয়ং গুণতঃ পৃথক্ ।

লক্ষণং শাস্ত্রসিদ্ধস্য ত্রিধা সপ্তদশোদিতম্ ॥ ২১॥

আসুর ভাব সকলই শাস্ত্রবিগর্হিত; গুণানুসারে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ আলাদা;শাস্ত্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের তিনপ্রকার লক্ষন সপ্তাদশাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ঈশ্বরে কর্তৃতাবুদ্ধিস্সত্ত্বোপাদেয়তান্তিমে ।

স্বকর্মপরিণামশ্চ শাস্ত্রসারার্থ উচ্যতে ॥ ২২॥

অন্তিম অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়ে ঈশ্বরে কতৃত্ব অর্পনস্বরূপ বুদ্ধি, সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক জ্ঞান এবং হিতাহিত সকলই স্বকীয় কর্মের পরিনাম স্বরূপ, ইহাই সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারার্থরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে।

কর্মযোগস্তপস্তীর্থদানয়জ্ঞাদিসেবনম্ ।

জ্ঞানযোগো জিতস্বান্তৈঃ পরিশুদ্ধাত্মনি স্থিতিঃ ॥ ২৩॥

ভক্তিযোগঃ পরৈকান্তপ্রীত্যা ধ্যানাদিষু স্থিতিঃ ।

ত্রয়াণামপি যোগানাং ত্রিভিরন্যোন্যসঙ্গমঃ ॥ ২৪॥

নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ পরারাধনরূপিণাম্ ।

আত্মদৃষ্টেস্ত্রয়োঽপ্যেতে যোগদ্বারেণ সাধকাঃ ॥ ২৫॥

তপশ্চর্য্যা,তীর্থাটন,দান এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কর্মযোগ, স্বকীয় অন্তঃকরণ দ্বারা আয়ত্তীকৃত, পরিশুদ্ধ আত্মার অবস্থানই জ্ঞানযোগ;সকলের প্রতি একান্তপ্রীতিযুক্ত হইয়া ধ্যানাদিতে নিরত থাকাই ভক্তিযোগ। উল্লেখিত কর্মযোগ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিনের সমবায়ে , অপিচ পরব্রহ্মের আরাধনরূপ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের পরিপাকে সাধকগন যোগরূপ দ্বার দ্বারা আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

নিরস্তনিখিলাজ্ঞানো দৃষ্ট্বাত্মানং পরানুগম্ ।

প্রতিলভ্য পরাং ভক্তিং তয়ৈবাপ্নোতি তৎপদম্ ॥ ২৬॥

পরমাত্মাবিষয়ক বোধসম্পন্ন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদিগের নিখিল অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে।অদনন্তর পরাভক্তি লাভ করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধুগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভক্তিয়োগস্তদর্থী চেৎসমগ্রৈশ্বর্যসাধকঃ ।

আত্মার্থী চেত্ত্রয়োঽপ্যেতে তৎকৈবল্যস্য সাধকাঃ ॥ ২৭॥

সাধক যদি কেবল তৎপদ প্রাপ্তির অভিলাষী হন, তাহা হইলে ভক্তিযোগ সমগ্র ঐশ্বর্য প্রাপ্তির সাধন রূপ হইবে আর যদি তিনি আত্মার্থী অর্থ্যাৎ আত্ম বোধের কামনাযুক্ত হন,তাহা হইলে ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই তিনই তাহার কৈবল্য সাধনের সহায় হইবে।

ঐকান্ত্যং ভগবত্যেষাং সমানমধিকারিণাম্ ।

যাবৎপ্রাপ্তি পরার্থী চেত্তদেবাত্যন্তমশ্নুতে ॥ ২৮॥

উল্লিখিত রূপ অধিকারীদিগের পক্ষে প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত ভগবানে সমান নিষ্ঠার প্রয়োজন। যদি সাধক পরার্থী হন,তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত তৎনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক।

জ্ঞানী তু পরমৈকান্তী তদায়ত্তাত্মজীবনঃ ।

তৎসংশ্লেষবিয়োগৈকসুখদুঃখস্তদেকধীঃ ॥ ২৯॥

কিন্তু জ্ঞানীগন পরম ঐকান্তী, কারন তাহাদিগের জীবন তদায়ত্ত,তাহার সংশ্লেষ এবং বিয়োগ দ্বারা জ্ঞানীগন সুখদুঃখ বিষয়ে সমান বুদ্ধি সম্পন্ন।

ভগবদ্ধ্যানয়োগোক্তিবন্দনস্তুতিকীর্তনৈঃ ।

লব্ধাত্মা তদ্গতপ্রাণমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ॥ ৩০॥

শ্রীভগবানের ধ্যানযোগ,বন্দন,স্তুতি এবং কীর্তন দ্বারা তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগের প্রাণ,মন,বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ তদগত হইয়া থাকে।

নিজকর্মাদি ভক্ত্যন্তং কুর্যাৎপ্রীত্যৈব কারিতঃ ।

উপায়তাং পরিত্যজ্য ন্যস্যেদ্দেবেতু তামভীঃ ॥ ৩১॥

যাহারা ভগবৎ প্রীতিকামনা করিবেন তাহারা নিজকর্মাদি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠান করিবেন।কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অবিকৃতচিত্তে তাহারই শরণাগত হওয়া আবশ্যক।

একান্তাত্যন্তদাস্যৈকরতিস্তৎপদমাপ্নুয়াৎ ।

তৎপ্রধানমিদং শাস্ত্রমিতি গীতার্থসঙ্গ্রহঃ ॥ ৩২॥

শ্রীভগবানের একান্ত এবং অত্যন্ত দাসত্বে রতি হইলে তৎপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।সেই ভক্তির তত্ত্ব প্রধানত এই গীতাশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে।ইহাই গীতার্থ সংগ্রহ।

ইতি শ্রীমদ্যামুনাচার্য বিরচিতম্ গীতার্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণম্

শ্রীমদ্যামুনাচার্য বিরচিত শ্রীমদ্গীতার্থ সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলো।

(ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবতগীতা থেকে সংগৃহীত)

||যামুনাচার্য কৃত চতুঃশ্লোকী||

কান্তস্তে পুরুষোত্তমঃ ফণীপতিঃ শয্যাঽঽসনং বাহনং

বেদাত্মা বিহগেশ্বরো যবনিকা মায়া জগন্মোহিনী।

ব্রহ্মেশাদিসুরব্রজঃ সদয়িতঃ ত্বদ্দাসদাসীগণঃ

শ্রীরিত্যেব চ নামঃ তে ভগবতি ব্রুমঃ কথং ত্বাং বয়ম্॥১

যস্যাস্তে মহিমানমাত্মন ইব ত্বদ্বল্লভোঽপি প্রভু

নালং মাতুমিয়ত্তয়া নিরবধিং নিত্যানুকূলং স্বতঃ।

তাং ত্বাং দাস ইতি প্রপন্ন ইতি চ স্তোষ্যামহং নির্ভয়ঃ

লোকৈকেশ্বরী লোকনাথদয়িতে দান্তে দয়াং তে বিদন্॥২

ঈষৎ ত্বৎকরুণানিরীক্ষণসুধাসন্ধুক্ষণাৎ রক্ষতে

নষ্টং প্রাক্ ত্বদলাভতস্ত্রিভুবনং সংপ্রত্যনন্তোদয়ম্।

শ্রেয়ো ন হ্যরবিন্দলোচনমনঃ কান্তাপ্রসাদাদৃতে

সংসৃত্যক্ষরবৈষ্ণবাধ্বসু নৃণাং সম্ভাব্যতে কর্হিচিৎ॥৩

হে ভগবতী, তোমার কান্ত পুরুষোত্তম, তোমার শয্যা ফণীপতি অনন্ত, তোমার আসন ও বাহন বেদাত্মা পক্ষীরাজ গরুড়, তোমার যবনিকা জগন্মোহিনী মায়া। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ এবং তাঁদের পত্নীগণ তোমার দাসদাসীবৃন্দ। তোমার নাম 'শ্রী'। হে ভগবতী, আমরা কীভাবে তোমার স্তুতি করব?

হে লোকসমূহের একমাত্র ঈশ্বরী, হে লোকনাথদয়িতা! তোমার মহিমাসমূহ অন্তহীন, নিত্য এবং স্বতঃ তোমার পতির লীলাসমূহের অনুকূল। তোমার সেই মহিমারাজি তোমার বল্লভ হওয়া সত্ত্বেও প্রভু পরমেশ্বর তাঁর আত্মমহিমার মতোই পরিমাপে সমর্থ হন না। তা সত্ত্বেও আমি নির্ভয়ে সেই মহিমার স্তুতি গাইছি, কারণ আমি যে তোমার শরণাগত দাস! হে দানশীলে, আমি তোমার দয়ার কথা জানি।

পূর্বে যে ত্রিভুবন তোমার করুণাকটাক্ষ বিনা নষ্টপ্রায় হয়েছিল, সম্প্রতি তোমার ঈষৎ করুণাদৃষ্টিজনিত সুধাপাতে সেই বিশ্ব সন্ধুক্ষণ (দাহ) থেকে রক্ষা পায়, অনন্তরূপে তার সৌভাগ্যের উদয় ঘটে। পদ্মলোচন হরির মনঃকান্তা শ্রীদেবীর প্রসাদ ব্যতীত মনুষ্যগণের শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। অক্ষর (ক্ষয়হীন)

শান্তানন্ত মহাবিভূতিপরমং যদ্ব্রহ্মরূপং হরেঃ

মূর্তং ব্রহ্ম ততোঽপি তৎপ্রিয়তরং রূপং যদত্যদ্ভুতম্।

যান্যন্যানি যথাসুখং বিহরতো রূপাণি সর্বাণি তানি

আহুঃ স্বৈরনুরূপরূপবিভবৈর্গাঢ়োপগূঢ়ানি তে॥৪

আকারত্রয়সম্পন্নামারবিন্দনিবাসিনীম্ ॥

অশেষজগদীশিত্রীং বন্দে বরদবল্লভাম্ ॥ ৫॥

ইতি শ্রীমদ্যামুনাচার্যবিরচিতা চতুঃশ্লোকী সমাপ্তা ।

বৈষ্ণবমার্গে তার সংসৃতি (যাত্রা বা সরণ) অর্থাৎ পরমপদাভিসারী মোক্ষমার্গলাভ শ্রী-কৃপা ভিন্ন সম্ভব হয় না।

যে হরির ব্রহ্মস্বরূপ শান্ত, অনন্ত, মহাবিভূতিসমূহের আধার ও পরমতত্ত্ব, তিনিও নিজের সেই পরমরূপ অপেক্ষা তোমার অত্যদ্ভুত ব্রহ্মমূর্তিকে প্রিয়তর জ্ঞান করেন। হরির অন্যান্য যে সব রূপ (নৃসিংহ রাঘবাদি মূর্তি) যথাসুখে ক্রীড়ারত, তাঁদের সকলের সঙ্গেই তুমি অনুরূপ রূপ ও বৈভবময় কান্তামূর্তিতে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত (অতএব তুমি সর্বাবস্থায় হরির অনপায়িনী কান্তা)।

শ্রীদেবী, নীলাদেবী, ও ভূদেবী; এই আকারত্রয়ে যিনি নিত্য বিরাজ-মানা, প্রস্ফুটিতকমসমধ্যই যাঁহার নিবাস নিখিলভুবনপতির যিনি সহধর্মিণী আমি সেই বিশ্ববন্ধুর হৃদয়বিলাসিনীর শ্রীপাদপদ্মযুগলকে বন্দনা করি।

শ্রীমদয়ামুনাচার্য বিরচিত চতুঃশ্লোকীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

(আনন্দলহরী পেজ থেকে সংগৃহীত)